47694 - কসমেটিক সার্জারি করার হুকুম

প্রশ্ন

আমি নাকের কসমেটিক সার্জারির ব্যাপারে জানতে চাই; সেটি কি হারাম? বিশেষতঃ যদি এটি মানসিকভাবে আমাকে পেরেশান করে এবং আমার জীবনযাত্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাছাড়া ডাক্তাররাও বলছে যে, এটি প্রয়োজন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ্‌।.

কসমেটিক সার্জারি দুইভাগে বিভক্ত:

১। জরুরী কসমেটিক সার্জারি: সেটি এমন সার্জারি যা কোন ত্রুটি দূর করার জন্য করা হয়। যে ত্রুটি কোন রোগের কারণে কিংবা যানবাহন, আগুন ঘটিত বা অন্য কোন দুর্ঘটনার কারণে। কিংবা সৃষ্টিগত কোন ত্রুটি দূর করার জন্য করা হয়; যে ত্রুটি নিয়ে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে। যেমন অতিরিক্ত আঙ্গুলটি কেটে ফেলা কিংবা জোড়ালাগা দুটো আঙ্গুলকে জোড়ামুক্ত করা, ইত্যাদি।

এ ধরণের সার্জারি জায়েয। সুন্নাহতে এমন কিছু দলিল এসেছে যা এর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে:

ক. আরফাজা বিন আসআদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জাহেলী যামানায় কুলাবের দিন (জাহেলী যামানায় যেই দিন সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল) তার নাকটি কাটা পড়েছিল। তখন তিনি একটি রূপার নাক গ্রহণ করেছিলেন। এতে করে সেটিতে দুর্গন্ধ হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি স্বর্ণের নাক গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।[সুনানে তিরমিযি (১৭৭০), সুনানে আবু দাউদ (৪২৩২) ও সুনানে নাসাঈ (৫১৬১); শাইখ আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিল’ গ্রন্থে (৮২৪) হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন]

খ. আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনেছি যে, তিনি সৌন্দর্যের জন্য চোখের ভ্রু-সরুকারিনী ও দাঁতকে সরুকারিনী নারীদেরকে লানত করেছেন; তথা যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে।”[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

ইমাম নববী বলেন:

হাদসিে উদ্ধৃত: “সৌন্দর্য্যরে জন্য দাঁতকে সরুকারনিী” এ কথার মর্ম হচ্ছ-ে সৌন্দর্য লাভে তারা এটি করে। এ কথার মধ্যে এই ইঙ্গতি রয়ছেে য,ে হারাম হলো: সৌন্দর্য্যরে নমিত্তিে কৃত কর্মটি। আর যদি চকিৎিসার জন্য কংিবা দাঁতরে কোন ত্রুটরি কারণে এর প্রয়োজন হয় তাহলে এতে কোন অসুবধিা নইে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।[সমাপ্ত]

২। শোভাবর্ধক কসমটেকি সার্জারি: এটি হলো সার্জারি কারীর চোখে নজিরে অবয়বরে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। যমেন নাককে ছোট করার মাধ্যমে সৌন্দর্যবর্ধন কংিবা স্তনদ্বয়কে ছোটকরণ কংিবা বড়করণরে মাধ্যমে সৌন্দর্যবর্ধন। অনুরূপভাবে ফসেলফি্ট সার্জারি করা, ইত্যাদ।ি

এ ধরণরে সার্জারির আবশ্যকীয় বা প্রয়োজনীয় কোন কারণ নইে। বরঞ্চ এতে সর্বোচ্চ যা রয়ছেে তা হলো আল্লাহ্র সৃষ্টকিে বকিৃত করা এবং মানুষরে কুপ্রবৃত্তি ও খয়োলখুশি মতো এতে অনর্থক পরবির্তন করা। এ কারণে এটি হারাম; যা করা নাজায়যে। যহেতেু এটি আল্লাহ্র সৃষ্টতিে বকিৃত।ি আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “তাঁর পরবির্তে তারা দবেীরই পূজা করে এবং বদ্রিোহী শয়তানরেই পূজা কর;ে আল্লাহ যাকে লা'নত করছেনে এবং যে বল:ে আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদরে একটি নর্দিষ্টি অংশকে আমার অনুসারী করে নবে,ে আমি অবশ্যই তাদরেকে পথভ্রষ্ট করব, অবশ্যই তাদরে হৃদয়ে মথ্যিা বাসনার সৃষ্টি করব, আর অবশ্যই আমি তাদরেকে নর্দিশে দবে; ফলে তারা পশুর কান ছদ্রি করব।ে আর অবশ্যই তাদরেকে নর্দিশে দবে, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টকিে বকিৃত করব।ে’[সূরা নসিা, আয়াত: ১১৭-১১৯]

আরও জানতে পড়ুন: শাইখ মুহাম্মদ আল-মুখতার আশ-শানক্বতিরি রচতি “আহকামুল জরিাহাত আত-তব্বিয়িা’।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: কসমটেকি সার্জারি করা সম্পর্কে এবং এই জ্ঞান শক্ষিা করা সম্পর্ক?ে জবাবে তনিি বলনে: কসমটেকি সার্জারি দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যে সার্জারি কোনে দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে ঘটতি ত্রুটি দূর কর।ে এতে কোন অসুবধিা নইে, গুনাহ নইে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনকৈ ব্যক্তকিে একটি স্বর্ণরে নাক গ্রহণ করার অনুমতি দয়িছেলিনে; যার নাকটি যুদ্ধকালে কাটা পড়ছেলি।

দ্বতিীয় প্রকার: যে সার্জারি অতরিক্তি, যটেি কোন ত্রুটি দূর করার জন্য নয়; বরঞ্চ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য। এটি হারাম, নাজায়যে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ নারীদরেকে লানত করছেনে যে ভ্রু প্লাক কর,ে যার ভ্রু প্লাক করা হয়, যে পরচুলা লাগানোর কাজ কর,ে যাকে পরচুলা লাগানো হয়, যে উল্কি অঙ্কনরে কাজ করে এবং যাকে উল্কি করানো হয়। যহেতেু এগুলো কোন ত্রুটি দূর করার জন্য করা হয় না; বলিাসী সৌন্দর্যবর্ধনে করা হয়।

পক্ষান্তরে যে ছাত্ররে পাঠ্য সলিবোসে কসমটেকি সার্জারি সাবজক্টে রয়ছে;ে সইে সাবজক্টেটি পড়ায় তার গুনাহ হবে না। কন্তিু হারাম অবস্থাগুলোর ক্ষত্রেে সে এই জ্ঞানকে প্রয়োগে করবে না। বরং কউে তাকে করতে বললে সে তাকে এটি

বর্জন করার উপদশে দবিে। যহেতেু এটি হারাম। হতে পারে উপদশেটি যদি কোনে ডাক্তাররে মুখ থকেে আসে তাহলে সটেি মানুষরে মনে বশেি দাগ কাটব।[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা (৪/৪১২)]

উত্তররে সারাংশ:

যদি নাকরে মধ্যে কোনে ত্রুটি থাকে কংিবা কোনে বকিৃতি থাকে এবং এই সার্জারির মাধ্যমে সইে ত্রুটটি দূর করা উদ্দশ্যে হয় তাহলে এতে কোনে আপত্তি নইে।

আর যদি নছিক সৌন্দর্যবর্ধনরে জন্য হয় তাহলে এই সার্জারি করা জায়যে হবে না।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।